



23876 - যবে ব্যক্তি তাওয়াফরে এক চক্কর ভুলবে বাদ দয়িছে এবং সাঈ শষে করার পর সটে আদায় করছে

প্রশ্ন

আমি উমরা করাকালে কাবা শরীফ ভুলবশতঃ ছয় চক্কর তাওয়াফ করছি; এ কথা মনে ছিল না যে, তাওয়াফ সাত চক্কর। সাঈ করাকালে আমার সটে মনে পড়ছে। সাঈ শষে করার পর আমি সবে চক্করটি সম্পন্ন করছি। আমার উপর কিকোন কিছু বর্তাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

উমরা কথিবা হজ্জেরে জন্য সাত চক্কর তাওয়াফ করা ওয়াজবি। এর চয়েে কম চক্কর করলে সটে যথেষ্ট নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তাওয়াফ করার নরিদশে দয়িে বলেন: “এবং তাদের কর্তব্য প্রাচীন ঘররে তাওয়াফ করা।”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কর্মরে মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দয়িছেন এবং তিনি সাত চক্কর তাওয়াফ করছেন। এর সাথে তিনি বলছেন: “তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জ-উমরার কার্যাবলী শখিে নাও।”[সহহি মুসলমি (২২৮৬)]

নববী (রহঃ) বলেন: “তাওয়াফরে শর্ত হচ্ছে সাত চক্কর হওয়া। প্রত্যেকেবার হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত। এমনকি যদি এক চক্কর বাকী তবুও তা তাওয়াফ হিসেবে গণ্য হবে না। চাই সবে ব্যক্তি মক্কাতে থাকুক কথিবা মক্কা ছড়ে নজি দেশে ফরিে আসুক। এর প্রতিকার দম (পশু জবাই) বা অন্য কছির মাধ্যমে করা যাবে না।”[আল-মাজমু (৮/২১) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

তাওয়াফরে চক্করগুলোর মধ্যে পরম্পরা রক্ষা করা মালকী ও হাম্বলী মাযহাবে শর্ত। যদি চক্করগুলোর মাঝে দীর্ঘ সময়রে ছদে ঘটে তাহলে পুনরায় তাওয়াফ করা আবশ্যিক।

কাশশাফুল ক্বনি গ্রন্থে (২/৪৮৩) বলেন: “প্রচলতি প্রথায় যা দীর্ঘ ছদে হিসেবে গণ্য তাওয়াফরে মধ্যে এমন বচ্ছদে



ঘটলে; সটো ভুলবশতঃ হোক কথিবা কোনে ওজররে কারণে হোক; সতে তাওয়াফটি ধরতব্ব হবো না। কোনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফরে চক্করগুলোর মাঝে পরম্পরা রক্ষা করছেন। এবং তিনি বলেন: “তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জ-উমরার কার্যাবলী শিখে নাও।” [পরমির্জতিরূপে সমাপ্ত]

দখুন: মাওয়াহিবুল জাললি (৩/৭৫), আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (২৯/১৩২)

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (১১/২৫৩) এসছে: “যদি কোনে হাজীসাহবে ফরয তাওয়াফ করনে; কিন্তু কোনে এক চক্কর দিতে ভুলে যান, এর মাঝে দীর্ঘ সময়রে বচ্ছদে ঘটবে; তাহলে তিনি তাওয়াফটি পুনরায় আদায় করবেন। আর যদি বচ্ছদে অল্প সময়রে জন্য হয় তাহলে তিনি বাদ যাওয়া চক্করটি আদায় করে নবিনে।” [সমাপ্ত]

তনি:

অধিকাংশ ফকিহবদি (এর মধ্যে চার মাযহাবরে আলমেগণও রয়ছেন) এর মতে, সাঈকে তাওয়াফরে আগে আদায় করা নাজায়ে। যবে ব্যক্তি আগে সাঈ করে ফলেছে সটে গ্রহণযোগ্য হবো না।

ইবনে কুদামা (রহঃ) আল-মুগনী গ্রন্থে (৩/১৯৪) বলেন: “সাঈ তাওয়াফরে অনুবর্তী। সাঈর পূর্বে কোনে তাওয়াফ না থাকলে সতে সাঈ সহি নয়। যদি তাওয়াফরে আগে সাঈ করে ফলে সহি হবো না। এটি মালকে, শাফয়ে ও আহলুর রায় এর অভিমত।” [সমাপ্ত]

সুতরাং এর ভিত্তিতে সাঈ শেষে করার পর আপনি যবে, সপ্তম চক্করটি করছেন সটে গ্রহণযোগ্য নয়; এই চক্করটি ও অন্য চক্করগুলোর মাঝে বচ্ছদে ঘটর কারণে।

অনুরূপভাবে আপনার সাঈও গ্রহণযোগ্য নয়; যহেতে সটে তাওয়াফ শেষে করার পূর্বে সংঘটিত হয়ছে।

এর আলোকে আপনি এখনও ইহরামরে ওপর আছেন। ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ সব কিছু থেকে বরিত থাকা ও মক্কায় ফরিে যাওয়া আপনার উপর আবশ্যিক; যাতবে করে আপনি তাওয়াফ ও সাঈ করে মাথার চুল কামাই করে কথিবা ছাটাই করে আপনার উমরা শেষে করতে পারনে।

শাইখ উছাইমীনকে এমন এক নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল যনি ছয় চক্কর তাওয়াফে ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) করছেন। তার বিশ্বাস ছিল যবে, সাত চক্কর। সাঈ করা ও চুল কাটার পর সতে নারী আরকেটি চক্কর আদায় করছে। এটি কি যথেষ্ট হয়ছে?

শাইখ জবাব দনে: “যদি সেই নারীর নিশ্চিতি থাকনে যবে, ছয় চক্কর করছেন; তাহলে এই দীর্ঘ বচ্ছদের পর সপ্তম চক্কর করার মাধ্যমে কোনে লাভ হবো না। তার কর্তব্য হলো সাত চক্কর তাওয়াফ শুরু থেকে পুনরায় আদায় করা। আর যদি তাওয়াফ



শেষে করার পর এটিনিছিক সন্দহে হয় যে তিনি বোধহয় তাওয়াফ পরপূরণ করনেননি; তাহলে এমন সন্দহেরে প্রতি ভরুক্షপে করা অনুচতি।”[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (২২/২৯৩)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।